দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 27 NOV 2013
পৃ: ২০ কলাম ৭

বেসরকারি স্কুলে ভর্তির নীতিমালা ঘোষণা

অমান্য করলে এমপিও, স্বীকৃতি বাতিল

■ নিজামুল হক

প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর ভর্তি ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি, ভর্তি প্রক্রিয়া, বয়স নির্ধারণ করে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল মঙ্গলবার এ নীতিমালা জারি করা হয়। ভর্তি ফরম এবং ভর্তি ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে এমপিও, স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরা হয় নীতিমালায়।

নীতিমালায় বলা হয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ২৭, সম্পূর্ণ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ১৫০ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ টাকা গ্রহণ করা যাবে।

এছাড়া সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল এলাকায় ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক হাজার টাকা, পৌর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বেসরকারি স্কুলের ভর্তি

২০ পৃষ্ঠার পর

(জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার গ্রহণ করা যাবে। ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় এটা তিন হাজার টাকার বেশি হবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীর ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে ৮ হাজার টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমে ১০ হাজার বেশি গ্রহণ করতে পারবে না। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩ হাজার টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়। এছাড়া দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উল্লেখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

নীতিমালায় বলা হয়, ভর্তির ফরম এবং ভর্তির ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না, করলে সরকার এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নীতিমালার ব্যত্যয় হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি বা একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এবারও লটারি পদ্ধতি বহাল থাকবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির আদলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রধান করে ঢাকা মহানগরী, জেলা প্রশাসককে প্রধান করে জেলা কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোর জন্য তিনটি পৃথক ভর্তি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আগামী পহেলা জানুয়ারি শিক্ষার্থীর বয়স ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষাবর্ষ হবে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে লটারি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচনের পাশাপাশি অপেক্ষমাণ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতিমালা বলা হয়েছে, এছাড়াও দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। আর জেএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণমান-৫০। এর মধ্যে বাংলা-১৫, ইংরেজি-১৫ ও গণিতে ২০। পরীক্ষার সময় এক ঘণ্টা। চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পূর্ণমান ১০০। এর মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে ৪০। ভর্তি পরীক্ষার সময় ২ ঘণ্টা।

মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে তাদের পুত্র-কন্যার ছেলে মেয়েদের ভর্তির জন্য ৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য থাকবে ২ শতাংশ কোটা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য থাকবে ২ শতাংশ আসন। কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সহোদর/ সহোদরা বা যমজ ভাই/ বোন পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকলে তবে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তির অগ্রাধিকার পাবে।